দামুড়হুদায় আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দ্বাদশ শ্রেনীর ক্লাসে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করণ উপলক্ষ্যে দামুড়হুদার আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার সময় আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের আয়োজনে কলেজ মিলায়তনে এই অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য আশাবুল হক, মন্জুরুল কাদির, হাবীবুর রহমান, এস এম ওয়াজেদুল হাসান টুটুল শাহ, জাহাঙ্গীর আলম।

প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহার সঞ্চালায় আরো উপস্থিত ছিলেন, সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান, মরিয়ম খাতুন, আসাফ- উদ- দৌলা, আনিসুজ্জামান মল্লিক,শরিফুল ইসলাম, নূর কুতুব আলী, আব্দুল আলীম, মাহফুজা খাতুন, প্রভাষক নাসরীন নাহারসহ কলেজে অধ্যায়ণরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ।

অভিভাবক সমাবেশে বক্তারা কলেজে ছাত্র – ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বক্তব্যে বলেন আমাদের ক্ষেত খামার, চাকরি, ব্যবসাসহ জীবন ধারণের জন্য আমরা নিয়মিত যে সময় ও মূলধন ব্যয় করি ঠিক তেমন ভাবে নিয়ম করে প্রতিদিন আমরা যারা ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক আছি আমাদেরকে নিয়মিত, আমার সন্তানের শিক্ষার মান ও সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সময় ও মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে। কোন ভাবেই অবহেলা করা যাবে না। আমার সন্তান কোথায় যায়, কী করে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে নিয়মিত খোজ খবর নিতে হবে। ছাত্র ছাত্রীদের মুঠোফোন ব্যবহারের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। নিয়মিত কলেজে যাচ্ছে কিনা, লেখা পড়া করেছে কীনা কলেজের শিক্ষকদের সাথে অভিভাবক হিসাবে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। ডিজিটাল যুগে আমাদের উঠতি বয়সী সন্তানের

হাতে আমরা হর হামেশাই দামী মোবাইল ফোন ও দামী মটর বাইক তুলে দিচ্ছি যা আমাদের সন্তানকে আমরা বিপথগামী ও মৃত্যুর মূখে ঠেলে দিচ্ছি। এই অবস্থা থেকে বের হবার পথ খুজতে হবে এবং সন্তানকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে আগামীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মতিতে কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল নিয়ে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

দামুড়হুদায় টিসিবি পণ্য বণ্টনে অরাজকতা; হাউলীতে উত্তেজনা চরমে

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে টিসিবির পণ্য বিতরণকে ঘিরে দেখা দিয়েছে চরম অরাজকতা। সীমিত বরাদ্দে শত শত কার্ডধারী খালি হাতে ফিরতে বাধ্য হওয়ায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে পরিস্থিতি বড় ধরনের সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। গতকাল বুধবার ভোর থেকেই কার্ডধারীরা এসে জড়ো হতে থাকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে।

জানা গেছে, হাউলী ইউনিয়নে মোট কার্ডধারীর সংখ্যা ২২০৬ জন। এর মধ্যে ডিজিটাল এক্টিভেট কার্ড রয়েছে ১৪৮৯টি। অথচ সর্বশেষ চালানে এসেছে মাত্র ১১০৬ কার্ডের বিপরীতে পণ্য। ফলে কয়েকশ’ কার্ডধারী কোনো বরাদ্দই পাননি।

পূর্বে নিয়মিতভাবে সব কার্ডের বিপরীতে পণ্য আসলেও সাম্প্রতিক সময়ে ঘাটতি সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগে ফেলেছে। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে মাইকিং করে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল আগে আসলে আগে পাওয়া যাবে। এ ঘোষণার পর ভোর থেকেই পরিষদ প্রাঙ্গণে ভিড় জমায় হাজারো মানুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও অনেকেই খালি হাতে ফিরতে বাধ্য হন।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, আগে ডিলাররা পণ্য প্যাকেট করে নিয়ে এসে বিতরণ করতেন, তখন ভোগান্তি কম হতো। কিন্তু বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে এসে প্যাকেট তৈরি করায় ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। প্রচণ্ড রোদে অপেক্ষা করতে গিয়ে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের অভিযোগ, গরিব মানুষের কষ্ট দেখার কেউ নেই। মুখেই সবাই বলে অথচ কার্ড থাকতেও পণ্য পাচ্ছিনা।

ক্ষুব্ধ কার্ডধারী রমেলা খাতুন বলেন, আমার বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই। সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো পণ্য পাইনি। শুধু আমি নই, আরও অনেকে খালি হাতে ফিরেছেন।

স্থানীয়দের প্রশ্ন সরকারি পণ্য যখন সীমিত আসে, তখন কেন সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় না? তাদের দাবি, ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থা না চালু করলে এ ধরনের অনিয়ম-অবিচার চলতেই থাকবে।

এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা বলছেন, সীমিত বরাদ্দের কারণে তারা চরম অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছেন। উপজেলা প্রশাসনের দাবি, সরকারের পাঠানো বরাদ্দ অনুযায়ীই বিতরণ করা হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষের অভিযোগ প্রশাসন শুধু দায় এড়াচ্ছে, সমস্যার সমাধান করছে না।

এলাকার সচেতন মহল সতর্ক করে বলেছেন, এভাবে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা চলতে থাকলে পরিস্থিতি যেকোনো সময় মারামারি থেকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে। সরকারি পণ্য বণ্টনে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত না হলে গ্রামীণ জনজীবন আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এবিষয়ে ইউনিয়নবাসী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

এবিষয়ে টিসিবির পণ্য বিতরণ ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান বলেন, সরকারিভাবেই বরাদ্দ কম আসছে, যার ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না। যারা আগে আসছে তারা পাচ্ছে, কারণ কার্ডের সংখ্যা বেশি বরাদ্দ সংখ্যা কম।

দামুড়হুদায় দীর্ঘদিনের জমিজমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী কলোনিপাড়ায় দীর্ঘদিনের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ অবশেষে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় উদ্যোগে উভয় পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছে সুষ্ঠু সমাধান মেনে নেন। এতে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব মিটে গিয়ে এলাকায় স্বস্তি নেমে এসেছে।

জানা গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে ডুগডুগি কলোনী পাড়ার বাসিন্দা মোঃ শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে প্রতীবেশী মোহাম্মদ নূর হোসেন নুরুসহ আরও দুজনের নামে ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি বিবাদীদের মধ্যে জমি আছে দাবি করে জমির সঠিক মাপজোখ করে সীমানা নির্ধারণের দাবি জানান।

অভিযোগের পর হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আমলে নেন এবং উভয় পক্ষকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে ডেকে তাদের উপস্থিতিতে দুজনের বক্তব্য শোনেন এবং নিরপেক্ষভাবে হাওলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জমি মাফ যোগ হবে বলে জানানো হয়। পরে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ দুইজন জমি মাপককে পাঠানো হয়। জমি মাপার সময় শহিদুল ইসলামের ঘরের ছাদ নুরুর সীমানার ভেতরে চলে আসায় সমস্যার জটিলতা তৈরি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত পরিষদের তত্ত্বাবধানে উভয় পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছান।

মাপজোখ শেষে শহিদুল ইসলামর বেধে যাওয়া ঘরের ছাদের অংশ স্বেচ্ছায় ১২ পয়েন্ট জমি ছেড়ে দেন নুরু, বিনিময়ে শহিদুলও একইভাবে ১২ পয়েন্ট জমি ছাড়েন। ফলে উভয় পক্ষের জমির সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা হয় এবং বিরোধের অবসান ঘটে। এ সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ও ৫নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যরা উপস্থিত থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। স্থানীয়রা এ সমাধানকে স্বাগত জানিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাদী শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি শুরু থেকেই জমির সঠিক মাপজোখ

চেয়েছিলাম। পরিষদের উদ্যোগে আজ বিষয়টি সুন্দরভাবে মীমাংসা হলো। আমি ফলাফলে সন্তুষ্ট এবং নুরু ভাই এর সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চাই।”মোহাম্মদ নূর হোসেন নুরু বলেন, অনেকদিন ধরে ঝামেলায় ছিলাম। এই জমিতে এর আগেও মাপ যোক হয়েছে। তার ঘরের ছাদ আমার সীমানায় এসেছে কিন্তু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ঘরের সাদ না ভেঙে আমার অতি কষ্টের মহামূল্যবান জমি ১২ পয়েন্ট তাকে ছেড়ে দিয়েছি। অন্যদিকে শহিদুল ভাইও আমাকে ১২ পয়েন্ট ছেড়ে দিয়েছে। আমরা সমন্বয় করে নিয়েছি। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আজকের সমাধান আমাদের জন্য শান্তির। আমি এই সমাধানে খুশি এবং ভবিষ্যতে আর কোনো দ্বন্দ্ব চাই না।”

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জমি মাপক আমিন জিল্লু বলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা দুইজন জমি মাপক আমিন উপস্থিত থেকে আমরা নিরপেক্ষভাবে জমি মেপে উভয় পক্ষকে ফলাফল দেখাই। সবাই ফলাফল মেনে নিয়েছেন, এটা আমাদের জন্যও স্বস্তির। দীর্ঘদিনের বিরোধ শান্তি পূর্ণ ভাবে সমাধান হয়েছে। ৪নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান পটু বলেন, আজকের এই সমঝোতা এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখবে। উভয় পক্ষ যে দায়িত্বশীলতা দেখিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।”

৫নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিনের বিরোধ আজ সমঝোতার মাধ্যমে শেষ হওয়ায় এলাকার মানুষ স্বস্তি পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগকে সবাই ইতিবাচকভাবে দেখছে। হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, আমরা সবসময়ই চাই বিরোধ যেন মিটে যায় আলোচনার মাধ্যমে। আজকে উভয় পক্ষকে নিয়ে যে সমাধান হয়েছে তা ভবিষ্যতে অন্যদের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক

সভা

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই প্রস্ততিমূলক অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর মেহেদী হাসান, দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন (তদন্ত) অনুপ দাস, আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাজিদ, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলী ইউপি (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের প্রতিনিধি বাসুদেব হালদার, সঞ্জয় হালদার, শোভন দাস, বিকাশ কুমার বিশ্বাসসহ উপজেলার ২১ টি পূজা মন্ডপের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

এবার উপজেলায় ২২ টি পূজা মন্ডপের মধ্যে ২১ টি মন্ডপে পূজা উদযাপন হবে।

দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামে বিষধর সাপ নিয়ে ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা

বিষধর সাপ দেখে মানুষ ভয় পায়, অথচ সেই সাপ নিয়েই আবার খেলা দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন কেউ কেউ। এরকমই একটি খেলা হচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা। দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে হয়ে গেল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর

সাপ নিয়ে ঝাপান খেলা।

বৃহস্পতিবার ডুগডুগি গ্রামের মৃত আজির মণ্ডলের স্ত্রী রোকেয়া বেগমের আয়োজনে সকাল ৯টা থেকে দিনভর উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের নজু সাপুড়ের দল এবং মেহেরপুর থেকে আগত এক সাপুড়িয়ার দল খেলা দেখায়। এই দুই সাপুড়ে দলের অর্ধশতাধিক সাপের মধ্যে নিজেদের সেরা প্রমাণ করতে প্রতিটি সাপ প্রদর্শন করে আকর্ষণীয় কলাকৌশলে। আর এ দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা। মানুষকে আনন্দ দেওয়াটাই যেন সাপুড়েদের মূল উদ্দেশ্য।

দুপুরের পর থেকেই ঝাপান খেলা দেখতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে ভিড় জমায় শত শত মানুষ। বাদ্যের তালে তালে সাপুড়ে নিজে নাচেন, আর সঙ্গে ফণা তুলে সাপও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে। সাপুড়ের ইশারায় সাপের এই অঙ্গভঙ্গি মানুষকে দেয় অনাবিল আনন্দ। তাই এই দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা।

হাউলী থেকে আসা শাপলা খাতুন নামের এক গৃহবধূ বলেন, আমি জীবনের প্রথম ঝাপান খেলা এখানে এসে দেখছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি চাই এ ধরনের আয়োজন যেন প্রতি বছর করা হয়। সালেহা বেগম নামের অপর এক গৃহবধূ বলেন, আমি শহরে থাকি। ঝাপান খেলার কথা শুনে আমার বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি। আমিও দেখছি, আমার বাচ্চারাও দারুণ উপভোগ করছে। সাপ সম্পর্কে ওদের ধারণা হচ্ছে।

হাউলী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, গ্রামবাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের জন্য টিকিয়ে রাখতে পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী দর্শকরা তা উপভোগ করেছে নীরবতায়। ঝাপান খেলা বা সাপ খেলা একটি গ্রামীণ ঐতিহ্যের অংশ, যা একসময় গ্রামবাংলায় বিভিন্ন দিবস বা ঘরোয়া আয়োজনে দেখানো হতো। কিন্তু প্রযুক্তি আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় দিন দিন এসব খেলা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন এমন আয়োজন।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রাম থেকে আসা নজরুল ইসলাম ওরফে নজু সাপুড়ে বলেন, মূলত আমাদের পেশা এটা নয়। আমরা মানুষকে আনন্দ দিই, আর খেলা করে নিজেরাও আনন্দ পাই। এ জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঝাপান খেলা করি।

জয়রামপুর গ্রামের নুর নবী বলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে বয়োবৃদ্ধ,

নারী-পুরুষ, শিশুরা উপস্থিত থেকে নিবিড় দৃষ্টিতে সাপের খেলা উপভোগ করেন। এই খেলাকে ঘিরে এখানে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য যে এত মনোমুগ্ধকর, ঝাপান খেলা না দেখলে বোঝা যাবে না।

আয়োজকের ছেলে হামিদুল ইসলাম বলেন, চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে এবং এলাকার মানুষকে আনন্দ দিতেই এ আয়োজন।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাপান খেলাটির আয়োজন করেন হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামের মৃত আজির মণ্ডলের স্ত্রী রোকেয়া বেগম।

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা, চোরাচালান, সন্ত্রাস ও নাশকতা, মানব পাচার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, উপজেলা জামায়াতের আমীর নায়েব আলী।

এসময় উপজেলার বিজিবির বিভিন্ন ক্যাম্প কোম্পানির কমান্ডারবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত

ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা শুধু প্রশাসনের একার দায়িত্ব নয়, এটি একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। জনসচেতনতা ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে মাদক, সন্ত্রাস ও চোরাচালান প্রতিরোধ সহজ হবে। অবৈধ দখল, জমি নিয়ে বিরোধ ও সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। আইন সবার জন্য সমান—এ বিষয়ে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। মাদক ও সন্ত্রাস দমনে পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের সহযোগিতা অপরিহার্য। জনগণ যদি তথ্য দিয়ে পাশে থাকে, তাহলে অপরাধী যে-ই হোক না কেন, আইনের আওতায় আনা হবে। সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এ বিষয়ে পুলিশ, বিজিবি ও প্রশাসন সমন্বিতভাবে কাজ করছে। শীঘ্রই এ ধরনের অপরাধ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও সমাজের কল্যাণে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। মাদক, সন্ত্রাস ও মানবপাচারের মতো সমস্যা কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি সামাজিক সমস্যা। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা প্রয়োজন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মাদক প্রতিরোধ ও মানবপাচার রোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংবাদপত্র সমাজের আয়না হিসেবে কাজ করে এবং মানুষের সচেতনতা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। পরিবার থেকে সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা দিলে তারা কখনো মাদক ও অপরাধে জড়াবে না। যুব সমাজকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। খেলাধুলা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে ব্যস্ত রাখলে তারা অপরাধ থেকে দূরে থাকবে।

দামুড়হুদায় সাংবাদিককে প্রাণ নাশের হুমকি, প্রেসক্লাবে

জরুরি সভায় নিন্দা জ্ঞাপন ও শাস্তির দাবী

দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামের জুয়ার আসরের বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশের পর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজকে মোবাইলে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জরুরি সভায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে অপরাধীর শাস্তির দাবী করেছে প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ সহ সকল সদস্যবৃন্দ।

জানা গেছে, গত রোববার দৈনিক মাথাভাঙ্গা সহ কয়েকটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় দামুড়হুদার ডুগডুগির জমজমাট জুয়ার আসরের বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদ প্রকাশের পর জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা আসাদুজ্জামান আসাদ মোবাইলে সাংবাদিক মিরাজকে প্রাণ নাশের হুমকি ধামকি দেয়। বিষয়টা প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ কে অবগত করা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সীদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর রাতে দামুড়হুদা প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানার একটি জিডি করা হয়। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় প্রেসক্লাবে জরুরি সভার আহ্বান করা হয়। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ এর সভাপতিত্বে জরুরি সভায় সাংবাদিক মিরাজকে প্রাণ নাশের হুমকি দাতা জুয়া চক্রের হোতা আসাদুজ্জামান আসাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করে ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে সকল সদস্যবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বীন ফয়সাল তানজির, প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, নির্বাহী সদস্য তাছির আহমেদ, হাবিবুর রহমান,দামুড়হুদা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি মোজাম্মেল শিশির, সাধারণ সম্পাদক শাহাজালাল বাবু, প্রেসক্লাবের সদস্য হেলাল উদ্দিন, আরিফুল ইসলাম মিলন, শেখ হাতেম আলী, আল সাফায়েত হোসেন প্রমুখ। জরুরি সভা শেষে দামুড়হুদা প্রেসক্লাব/সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ দামুড়হুদা মডেল থানার (ওসি) মো হুমায়ুন কবির এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। ওসি মোঃ হুমায়ুন কবির বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দেন।

দামুড়হুদার ডুগডুগিতে জুয়ার আসরের সংবাদপ্রকাশের জেরে সাংবাদিক কে হুমকি

দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামে জুয়ার আসরের বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশের পর দৈনিক মাথাভাঙ্গার দামুড়হুদা প্রতিনিধিকে মোবাইলে হত্যার হুমকি প্রদান করেছেন জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা মাদকাসক্ত আসাদুজ্জামান আসাদ।

অভিযুক্ত আসাদুজ্জামান আসাদ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর গ্রামের মৃত ফকির মাহমুদের ছেলে ও জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা।

জানা গেছে, গতকাল রোববার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামে জমজমাট জুয়ার আসর বসানো হচ্ছে এমন বস্তুনিষ্ঠু সংবাদ প্রকাশ হয়। এরপরই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে জুয়া চক্রের অন্যতম হোতা মাদকাসক্ত আসাদুজ্জামান আসাদ। এরই জের ধরে গতকাল রোববার দুপুরে ০১৯৪৬২৭৯৭৯০ নাম্বার থেকে কল করে আসাদুজ্জামান আসাদ সাংবাদিক কে হত্যার হুমকি প্রদান করে বলেন তোকে কোপানোর জন্য লোকজন ঠিক করা হ’য়েছে। দামুড়হুদা চৌরাস্তায় ফেলে তোকে কোপাবো।

এছাড়াও আজেবাজে ভাবে বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করেন। এমতাবস্থায় নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে সাংবাদিকসহ তার পরিবার। বিষয়টি নিয়ে আইনগত পদক্ষেপ নিবেন বলেও জানিয়েছেন ভুক্তভোগী সাংবাদিক।

দামুড়হুদায় ভুয়া বাংলা টিএসপি

সার জব্দ ও ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় প্রতারণামূলকভাবে তৈরি ভুয়া বাংলা টিএসপি সার জব্দ করেছে উপজেলা কৃষি অফিস। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলা চত্বরে জব্দকৃত ভুয়া সার ধ্বংস করা হয়। এসব সার রাসায়নিক পরীক্ষায় কোনো সারের অস্তিত্ব না থাকায় উপজেলা চত্বরে প্রকাশ্যে ধ্বংস করা হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৪ সেপ্টেম্বর দামুড়হুদা মাদ্রাসার সামনে সড়কের উপর থেকে ভ্যানযোগে আনা ১০ বস্তা বাংলা টিএসপি সার আটক করেন উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার। পরবর্তীতে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, এগুলো শক্ত মাটি ও পাথরের গুঁড়া দিয়ে তৈরি, যা প্রকৃত সারের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়। প্রতারক চক্র এসব মাটির দলা টিএসপি সারের বস্তায় ভরে কৃষকদের কাছে বিক্রি করছে। এতে সাধারণ কৃষকরা আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষি অফিসের একটি সূত্র জানায়, ঢাকা সাভারের হেমায়েতপুর থেকে সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে এসব ভুয়া সার চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার বলেন, “কৃষকদের ঠকাতে এই প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। কৃষকরা যেন কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়, সেজন্য আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি। কৃষকদের আমরা অনুরোধ করছি, সার কেনার আগে অবশ্যই সরকারি অনুমোদিত ডিলারের কাছ থেকে যাচাই করে কিনবেন।”

জব্দকৃত সার ধ্বংস করার সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) তিথি মিত্র, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশসহ উপজেলার তিনজন সার ডিলার ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

দামুড়হুদায় মেয়াদোত্তীর্ণ সার জব্দ, দোকান মালিককে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ সার জব্দ ও জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ২টার দিকে উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি সার-কীটনাশক দোকানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কে. এইচ. তাশফিকুর রহমান।

অভিযানে প্রায় ১৪ হাজার টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ সার জব্দ করা হয়। এসময় সার (ব্যবস্থাপনা) আইন-২০০৬ এর আলোকে দোকান মালিক আশরাফুলকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক বলেন, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় এবং নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ সার-কীটনাশক বিক্রি বন্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

অভিযান চলাকালে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার উপস্থিত থেকে সার-কীটনাশক ব্যবসায়ীদের আইন মেনে সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সতর্ক করেন।